শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা: মৌলিক তথ্য ও ধারণা

প্রকাশ কাল: মার্চ ২০১১

Sense International (India) প্রকাশিত "Handbook on Deafblindness" থেকে সংকলিত।

বাংলা রূপান্তর ও অনুবাদ: খসরু মইন তানবির আহমেদ

ডিজাইন ও প্রচ্ছদ: লেফটেন্যান্ট (অবঃ) এম. আজিজুর রহমান

কম্পিউটার ইলাষ্ট্রেশন: মোঃ শারাফাত আলী

সম্পাদনায়: সাদাফ নূরী চৌধুরী

প্রকাশনায়:

সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)

ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার অন ডেফব্লাইন্ডনেস

বাড়ী নং-সি/৮৮, রোড নং-১৩/এ, বনানী, ঢাকা।

অর্থায়ন ও সহযোগিতায়:

UK Aid

Sense International

প্রারম্ভিক কথা

বাংলাদেশে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে কার্যক্রম অতি সম্প্রতি বিস্তৃত হতে শুরু করেছে। বলতে গেলে ২০০৭ সালের আগে এ নিয়ে উল্লেখ করার মত তেমন কোন উদ্যোগ এদেশে নেয়া হয়নি। একটি মানুষ, যে দেখতে পায় না, একই সাথে শুনতে পায় না এবং কথা বলতে পারে না, এরাই শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নে, অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানাবিধ উদ্যোগ গৃহিত হয়েছে, জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণীত হয়েছে, জাতীয় নীতিমালা রয়েছে, সরকারী কর্মসূচী রয়েছে। বেসরকারী পর্যায়ে উল্লেখ করার মত উদ্যোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে এসব কিছুতে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়নি।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে কাজ করার প্রধান অন্তরায় তাদের সাথে সক্রিয় যোগাযোগ স্থাপন। প্রচলিত প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে কোন না কোন যোগাযোগ স্থাপন প্রক্রিয়া আজ প্রতিষ্ঠিত যেমন শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ইশারা ভাষা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ব্রেইল পদ্ধতি ইত্যাদি শ্রবণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের জন্যও স্পর্শ বা টেকটাইল পদ্ধতি রয়েছে তবে আমাদের দেশে এর প্রচলন নেই। ইতিমধ্যে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের এ প্রক্রিয়াসহ নানাবিধ প্রক্রিয়া তৈরী ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যা অনুসরণে এদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সিডিডি প্রকাশিত এই ধারণা পত্রটি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে অধিকতর সক্রিয় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) ২০০৮ সালে **UK Aid** এর অর্থায়নে ও **Sense International** এর সার্বিক সহায়তায় বাংলাদেশে ৬টি সহযোগী সংগঠনের মিলিত প্রচেষ্টায় ৬টি জেলায় স্বল্প পরিসরে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ায় এযাবৎ দুই শতাধিক শ্রবণদৃষ্টি মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে এবং সম্প্রতি আরও নতুন ১০টি সহযোগী সংস্থাকে অন্তর্ভূক্ত করে এ সংখ্যাকে ৮০০ জনে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

ইতিমধ্যে সিডিডি ঢাকা শহরে **"National Resource Centre on Deafblindness"** নামে একটি তথ্য ও সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এই কেন্দ্রে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। বিগত ২ বছর সময়কালে সিডিডি ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ১৫ জন

কর্মীকে **Sense International** এর সহায়তায় ভারতে ও স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরীতে সক্ষম হয়েছে। এই **National Resource Centre on Deafblindness** থেকে এযাবত শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নের প্রয়োজনীয় নানাবিধ উপকরণ তৈরী ও বিতরণ করেছে এবং ক্রমাগতভাবে এর উন্নয়ন কাজ চলছে।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন শিখন উপকরণ তৈরী প্রক্রিয়ায় সিডিডি এবারে প্রকাশ করছে **Sense International** প্রকাশিত **"Handbook on Deafblindness"** এর বাংলা অনুবাদ ও রূপান্তর। বইটির নাম দেয়া হয়েছে "শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা: তথ্য সম্ভার"। যারা প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নে কাজ করেন তারা প্রতিবন্ধী জনগণেরই একটি অংশ শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন কাজ করার ক্ষেত্রে অধিকতর আত্মবিশ্বাসী হবেন বলে আমাদের ধারণা। সর্বোপরি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের বাবা-মা বা পরিবারের সদস্যদের জন্য এই বইটি তাদের পরিবারের শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষটির উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে বলে আশাকরি।

সিডিডি কর্তৃক পরিচালিত শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সকল কর্মকান্ডে সহায়তার জন্য **Sense International India** এবং এর সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই দূরুহ কাজগুলো সম্পদনে আর্থিক সহায়তার জন্য টক অরফ এর প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সাদাফ নূরী চৌধুরী
ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার
ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার অন ডেফব্লাইন্ডনেস, সিডিডি

এ.এইচ.এম. নোমান খান
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা (যারা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করেন) বা তার পরিবার, পরিচর্যাকারী যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই, তখন কিছু প্রশ্ন সামনে চলে আসে- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে কাজের শুরু কীভাবে হওয়া উচিত এবং কী ধরনের কর্মসূচি বা কর্যক্রম তাদের জন্য উপযোগী হবে? শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা শব্দটি কোন ব্যক্তির শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির ক্ষেত্রে যে সমস্যা রয়েছে তাকে নির্দেশ করে। যেহেতু প্রতিটি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুই আলাদা আলাদা, তাই এদের সাথে কাজের ক্ষেত্রে 'কাজ কর ও বিশ্বাস কর' (**Tried and Trusted Approaches**) এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এই পদ্ধতি অপ্রতিবন্ধী শিশুদের তুলনায় শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর পদ্ধতি বলে মনে হতে পারে।

এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে যাবার আগে আমরা একবার চিন্তা করি, যদি আমরা চোখে দেখতে না পেতাম, শুনতে না পেতাম বা পরিবার পরিজন বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে কোন ধরনের যোগাযোগ না করতে পারতাম তবে আমাদের জীবন কেমন হতো? আমরা যদি এই অবস্থাটি অনুধাবন করতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি, তবে আরো সহজেই শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের জগতে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারবো। এই উপলব্ধি আমাদেরকে প্রতিবন্ধী শিশুর সাথে কাজের ক্ষেত্রে নতুনমাত্রা যোগ করবে। একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ তার জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা এক কথায় অনন্য, অদ্বিতীয়। যে মানুষটা দেখতে বা শুনতে পায় তার কাছে পৃথিবীটা অনেক বড়, বিস্তৃত। কিন্তু একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের কাছে পৃথিবীটা তার হাত ছোঁয়ার দূরত্বে, চারপাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, খুবই ছোট। সুতরাং যদি আশাকরি কোন যাদুস্পর্শে আমরা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাব, সেটি সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ ও শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি নিয়ে কাজ করা। যখন আমরা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের সাথে কাজ করবো তখনই আমরা তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারবো।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বলতে কী বোঝায়?

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা হচ্ছে একই সাথে শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির বৈচিত্র্যের সম্মিলন যার ফলে যোগাযোগ, মানবিক বিকাশ এবং শিক্ষা গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হয়, যা শুধুমাত্র শ্রবণ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাধান করা যায় না। বৃটেনের শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা

শব্দটি ব্যবহৃত হয় শ্রবণ ও দৃষ্টি ক্ষমতার বিভিন্ন মাত্রায় সমস্যা রয়েছে এমন এক ধরনের মানুষকে বোঝানোর ক্ষেত্রে। এর সাথে অন্যান্য শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধিতা থাকতে পারে।' শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নির্ভুল বর্ণনা বা সংজ্ঞা প্রদান করা জটিল। ব্যক্তিভেদে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার মাত্রা, তার অন্যান্য কোন প্রতিবন্ধিতা থাকলে তার মাত্রা- এগুলো কোনটাই এক ধরনের বা একই মাত্রার নয়। ফলে প্রত্যেক শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাক্রমের।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত কিছু বিষয়কে চিহ্নিত করতে পারি-

- এটি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির সমস্যার সম্মিলন;
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা কোন মানুষের সম্পূর্ণ শ্রবণ বা দৃষ্টি শক্তি না থাকাকে নির্দেশ করে না;
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে উদাসীন বা আগ্রহী হয় না;
- প্রত্যেক শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য প্রয়োজন আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণের;
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের পৃথিবী তাদের চারপাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ;
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি মেডিকেল কন্ডিশনের (Medical Conditions) সাথে সম্পর্কিত।

এই বিষয়গুলো আমাদেরকে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্যে করবে। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা এবং বহুবিধ প্রতিবন্ধিতা বা একাধিক ইন্দ্রিয়গত প্রতিবন্ধিতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে এদুটো বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

একাধিক ইন্দ্রিয়গত প্রতিবন্ধিতা:

যখন কোন ব্যক্তির শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ছাড়াও কোন শারীরিক বা মানসিক সমস্যা থাকে তাকে একাধিক ইন্দ্রিয়গত প্রতিবন্ধিতা বা বহুবিধ প্রতিবন্ধিতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এধরনের শিশুদের ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা বা সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, যেমন- শেখার ক্ষেত্রে, খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা, মৃগী বা অন্য কোন তীব্র মাত্রার প্রতিবন্ধিতা ইত্যাদি। যে সকল শিশুর একাধিক ইন্দ্রিয়গত প্রতিবন্ধিতা বিরাজমান তাদের ক্ষেত্রে একই সাথে শ্রবণ ও দৃষ্টি ক্ষমতার সমস্যা থাকে। এধরনের শিশুদেরকে কোন কোন সময় শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে এসকল শিশুদের অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা থাকলেও একটা মাত্রা পর্যন্ত শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি রয়েছে। ফলে অন্যান্য শিশুদের

তুলনায় এসকল শিশুর চাহিদাও হয় ভিন্ন এবং সবসময় এদের মানসিক সক্ষমতা বা অবস্থা সঠিকভাবে অনুধাবন ও নিরূপণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

যে সকল শিশুর একাধিক ইন্দ্রিয়গত প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তাদের জন্য কোন কিছু শেখা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো অনেক বেশি কঠিন। এদের শ্রবণ বা দৃষ্টি ক্ষমতা অন্যান্য অপ্রতিবন্ধী শিশুদের তুলনায় কম। তারা কোন কিছু বুঝতে বা উপলব্ধি করতে, অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ বা কোন তথ্য পাওয়া বা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। একল বিষয়কে বিবেচনা করে শিশুর জন্য এমন শিখন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা উচিত যেখানে সে অন্যান্য ইন্দ্রিয় ব্যবহার করবে, শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। শিশু যেভাবে অন্যের সাথে যোগাযোগ করত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সেভাবেই তার সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে।

একাধিক বা বহুবিধ প্রতিবন্ধিতা:

একই সাথে কোন ব্যক্তির মাঝে দুই বা তারচেয়ে বেশি ধরনের প্রতিবন্ধিতা থাকাকে নির্দেশ করে। এর ফলে ঐ ব্যক্তির প্রাত্যহিক কাজ, পারস্পরিক যোগাযোগ, চলাচলে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। প্রত্যেক শিশুরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সত্বা। এই সত্ত্বা নিয়ে প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুই স্বতন্ত্র, আলাদা। তারপরও এসকল প্রতিবন্ধিতার ফলে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু, একাধিক ইন্দ্রিয়গত প্রতিবন্ধী শিশুর মধ্যে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়-

- এটি শিশুর সামগ্রিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে;
- পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর সীমিত সুযোগ থাকে;
- চলাচলের সুযোগ ও ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ এবং নির্দিষ্ট গন্ডির বাইরে চলাচলের সুযোগ কম;
- কাপড় পড়া, দরজা খোলা, বসার জন্য চেয়ার খুঁজে নেয়ার মতো প্রাত্যহিক কাজে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়;
- এসকল শিশুর প্রশিক্ষণের জন্য তাদের উপযোগী শিক্ষা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(তথ্যসূত্র: হ্যান্ডবুক অন মাল্টিপল ডিজএ্যাবিলিটি; প্রকাশক- দি ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর দ্যা ওয়েলফেয়ার অব পারসনস উইথ অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, মেন্টাল রিটার্ডেট এন্ড মাল্টিপল ডিজএ্যাবিলিটি, ১৯৯৯)

আলোচ্য বিষয়াবলী থেকে এটি পরিস্কার যে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা এমন একদল মানুষকে চিহ্নিত করে যারা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও অবস্থানে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে একই ধরনের অবস্থানকে (শারীরিক) নির্দেশ করে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু অন্যান্যদের সাথে, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে, বাইরের পরিবেশের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার কারণসমূহ:

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা কোন একটি কারণে ঘটে এমন নয়। এর পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। মানুষ শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে, আবার জীবনের কোন পর্যায়ে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার শিকার হতে পারে। সংক্রমণ, বংশগত কারণ বা জন্মগত সমস্যার কারণে জন্মগতভাবে বা জন্মের পরপরই শিশু শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার শিকার হতে পারে। আবার দূর্ঘটনাজনিত আঘাত, বংশগত কারণ, বয়সজনিত কারণ বা সংক্রমণের কারণে জীবনের যে কোন পর্যায়ে (তবে জন্মের পরপরই নয়) শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত হতে পারে।

বংশগত কারণে একজন মানুষ জন্মের সময় বা পরবর্তী জীবনে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার শিকার হতে পারে। অনেক কারণেই এমনটি হতে পারে। মাতৃগর্ভে ভ্রুণ যখন বড় হতে থাকে তখন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার জন্য দায়ী জীন এই ভ্রুণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আবার এই জীনের প্রভাবে পরবর্তী জীবনে মানুষ শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার শিকার হতে পারে। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার এমন অনেক কারণ রয়েছে যা এই স্বল্প পরিসরে আলোচনার অবকাশ সামান্য। এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো -

জন্মগত বা জন্মের পরপরই শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবিন্ধতা:

জন্মগতভাবে বা জন্মের পরপরই একজন শিশু বিভিন্ন কারণে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার শিকার হতে পারে। এগুলো হতে পারে:

- সংক্রমণের কারণে;
- বংশগত কারণে;
- জন্মগতভাবে।

এবার আমরা দেখব এসকল কারণে কীভাবে একজন মানুষ শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত হচ্ছে–

১. সংক্রমণের কারণে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা:

- রুবেলা ভাইরাস যা সাধারণভাবে জার্মান মিসেলস লিডিং টু কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম হিসেবে পরিচিত। এই ভাইরাসের কারণে শিশু শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার শিকার হতে পারে;
- সাইটোমেগালো ভাইরাস বা টকসোপ্লাসমোসিস;
- মেনিনজাইটিস এবং এনকেফালাইটিস।

২. বংশগত বা জীনগত কারণে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা:

- চার্জ (CHARGE) সিনড্রোম;
- ডাউন সিনড্রোম;
- গোল্ডেনহার (Goldenhar) সিনড্রোম ।

৩. জন্মের সময় আঘাতজনিত কারণে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা:

- শিশুর অপরিণত জন্মগ্রহণ;
- কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ;
- অক্সিজেনের ঘাটতিজনিত কারণে;
- জন্মের সময় যেকোর ধরনের আঘাত পেলে।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর বৈশিষ্ট্যাবলী:

আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশ, পরিপার্শ্ব, মানুষ বা অন্য কোন কিছু থেকে যে তথ্য গ্রহণ করি তার ৯৫ শতাংশই আমরা পাই দেখা ও শোনার মাধ্যমে। যে সকল ব্যক্তির শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির ঘাটতি রয়েছে সে অন্যান্যদের চেয়ে কম তথ্য পেয়ে থাকে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে বয়স ভেদে শ্রবণদৃষ্টি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক এক রকম হয়ে থাকে। যা তাকে অন্য শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করে।

পূর্বে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করবো। এসকল বৈশিষ্ট্য ১৯৮২ সালে ম্যাকিন্স ও ট্রিফিরি তালিকাভূক্ত করেন। তারা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষদেরকে একটি দল হিসেবে চিহ্নিত করেন যাদের মধ্যে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের সম্মিলন পরিলক্ষিত হয়। এখানে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বা অন্যের সাথে যথাযথভাবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে;
- পরিবেশ সমাজ সম্পর্কে এক ধরনের বিমূর্ত ধারণা কাজ করে;
- যে সকল কর্মকান্ড বা বস্তু আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ তার অধিকাংশ থেকেই বঞ্চিত হয়;
- স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকে যা তাদের মানসিক, শারীরিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে;
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যেহেতু ইন্দ্রিয়ের ক্ষতিগ্রস্ততা বিদ্যামান, ফলে অনেক সময়ই তার জন্য প্রচলিত শিখন-শিক্ষণ ব্যবস্থা কাজ করে না। এজন্য সম্পূর্ণ নতুন, তার উপযোগী শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়;
- অন্যের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা এবং এ সম্পর্ক চালিয়ে নেয়া শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য বা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমরা যদি আমাদের ইন্দ্রীয়গুলো যথাযথ ব্যবহারে ব্যর্থ হই তবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি। এখানে তারই কিছু উল্লেখ করা হলো। অনেক সময়ই শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে কর্মরত ব্যক্তি শিশুর সমস্যার স্বরুপ ও গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। তারা শিশুর চাহিদা পূরণের জন্য চলমান কার্যক্রমকে কিছুটা পরিবর্তন করে থাকে, যার মাধ্যমে তারা শিশুর সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়। এক্ষেত্রে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর সমস্যা সমাধানে আমাদেরকে কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে।

আমাদেরকে খুজে বের করতে হবে শিশু নিজের অনুভূতি, চাহিদা প্রকাশে ও তার পরিপার্শ্ব থেকে বিভিন্ন তথ্য গ্রহণে কোথায় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই সমস্যাই শিশুকে তার পরিপার্শ্ব, মানুষ, সমাজের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, যা তার মানসিক ও ধারণাগত বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এখানে

আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ; যোগাযোগ, কোন কিছু শোনা বা দেখা, Motor দক্ষতা, চলাচল এবং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে শিশুর আচরণগত বৈশিষ্ট্য ও ধারণা সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। এসকল বিষয় তার সাথে আলোচনা করতে হবে। যা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকে বিষয়টি যথার্থভাবে অনুধাবনে সহায়তা করবে।

আন্তঃযোগাযোগ (Communication):

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার কারণে একজন মানুষ যেসকল ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আন্তঃযোগাযোগ বা পারস্পরিক যোগাযোগ। তার এ অবস্থা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাত্রা অনেক কমিয়ে দেয়। আমরা যখন বেড়ে উঠি তখন আমাদের চারপাশের পরিবেশের সাথে, সমাজের সাথে, মানুষের সাথে বিভিন্ন ঘটনা, কাজ, মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তার অংশ হয়ে উঠি। এর মাধ্যমে আমরা পরিবেশ, মানুষ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়ে থাকি। এটি আমাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

আমরা যা দেখি বা শুনি তার উপরে ভিত্তি করে সে অনুযায়ী কাজ করি। কোন কারণে যদি আমাদের দৃষ্টি বা শ্রবণ শক্তি হ্রাস পায় বা পুরোপুরি লোপ পায় তবে নিশ্চিতভাবেই তা অন্যের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে। আমরা যদি একজন শ্রবণদৃষ্টি মানুষকে পর্যবেক্ষণ করি তবে কিছু বিষয় লক্ষ্য করবো, যেমন-

- একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ অন্য কোন মানুষের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয় অথবা যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন। আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মাঝে নিজেকে অন্যের কাছে তুলে ধরার বা প্রকাশ করার সুযোগ সীমিত। প্রকৃতিতে এমন কোন বিষয় আমাদের সামনে পরিদৃষ্ট হয় যা আমাদেরকে উদ্দীপ্ত, উৎসাহিত করে নিজেকে সকলের সামনে প্রকাশ করতে। কিন্তু পরিপার্শ্বের সাথে, প্রকৃতির সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ঘাটতির কারণে একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ সরাসরি প্রকৃতি থেকে উদ্দিপনা গ্রহণ করতে পারে না। ফলে সে সকলের সামনে নিজেকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশ, প্রতিবেশ থেকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকি। এ অভিজ্ঞতা অন্যের সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে একটি অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই যে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করছি, অন্যের সাথে যোগাযোগ করছি, সম্পর্ক তৈরি করছি, এসকল কাজেই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে।

- প্রায়ই শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ ও অন্যান্যদের মধ্যে (তার পরিচর্যাকারীসহ) মিথস্ক্রিয়া, পারস্পরিক যোগাযোগে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এর পিছনে কিছু বিষয় কাজ করে- উভয়েই (শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ ও পরিবারের সদস্য, পরিচর্যাকারী বা অন্য কেউ) হয়তো পারস্পরিক যোগাযোগের যথাযথ প্রক্রিয়া বা উপায় সম্পর্কে অবগত নন। এ প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ চলমান থাকলে পরবর্তীতে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ আন্ত:যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভুল প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের সাথে সঠিক উপায়ে যোগযোগে অভ্যস্ত এমন মানুষ আমাদের সমাজে হাতে গোনা। ফলে অধিকাংশ সময় আমরা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের চাহিদা সম্পর্কে বুঝতে পারি না।

- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকায় এসকল মানুষ সম্পর্কে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা বিদ্যমান রয়েছে।

- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষেরা লিখতে, পড়তে ও কথা বলতে পারে না। বিধায় তাদের সাথে যোগাযোগ করবার সুযোগও সীমিত।

- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের একটি অন্যতম বাধা হচ্ছে তারা পরিবার, সমাজের সকলের সাথে সমানভাবে ও কার্যকর উপায়ে যোগাযোগ করতে না পারা। ফলে এসকল মানুষের সাথে যে ধরনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠবার কথা তা গড়ে উঠে না। তারা সমাজ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন যাপন করে।

- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ যেহেতু অন্যকে দেখতে পায় না এবং অন্যের কথা শুনতে পায় না সেহেতু অন্য মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়া বা যোগাযোগের আগ্রহ বোধ করে না।

একজন মানুষ স্বাভাবিকভাবে পরিবেশ ও অন্যান্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে একটি কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। কিন্ত একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সে প্রচলিত উপায়ে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারে না। তাই শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষকে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে পারস্পরিক যোগাযোগের বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে হয়।

দৃষ্টিশক্তি (Vision):

প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই শিখন প্রক্রিয়া শুরু হয় কোন না কোন কিছু দেখার মাধ্যমে। আর তাই দৃষ্টি শক্তি আমাদের সকল ক্ষেত্রে বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। দৃষ্টি শক্তির সমস্যা একজন মানুষকে কথার মাধ্যমে অন্যের সাথে যোগাযোগে বাধ্য করে। ফলে সে কথা ছাড়াও যোগাযোগের অন্যান্য যেসকল মাধ্যম রয়েছে, যেমন- শরীরী ভাষা, ইশারা, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। তাছাড়া যোগাযোগের সূচনা ও সমাপ্তিতে চোখের ইশারা বা ভাষার যে ভূমিকা রয়েছে তার ব্যবহার থেকেও সে বঞ্চিত হয়।

শারীরিক অভিব্যক্তি একজন মানুষের কথার অর্থ এবং তার মনোভাব, মানসিকতা বুঝতে আমাদেরকে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের পক্ষে (সবসময়) অন্যের শারীরিক অভিব্যক্তি বুঝা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক সময়ই তার পক্ষে কথার যথাযথ অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব নাও হতে পারে। Nystagmus এবং Eye poking শিখনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষকে প্রতিনিয়ত কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়-

- আমরা দেখার সাথে সাথে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে (স্পর্শ, শ্রবণ ইত্যাদি) বিভিন্ন তথ্য পেয়ে থাকি। দৃষ্টি এসকল তথ্যকে একত্রিত করে তা অনুধাবনে সহায়তা করে থাকে;
- দৃষ্টি শক্তি আমাদেরকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ, প্রতিবেশ, মানুষ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে;
- চারপাশে কী ঘটছে দৃষ্টির মাধ্যমে আমরা সহজেই তা বুঝতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারি;
- দৃষ্টি আমাদেরকে চারপাশের কোন বস্তু, পদার্থ, ঘটনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করে থাকে;
- দৃষ্টি শক্তি আমাদেরকে কোন ঘটনার প্রতি মনোযোগী করে, সতর্ক করে।
- এগুলো ছাড়াও একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় -
- দৃষ্টি শক্তি হ্রাস: দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোন কিছু দেখার ক্ষেত্রে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে;
- দৃষ্টি সীমা হ্রাস: শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর দৃষ্টিসীমা সীমিত হতে পারে। অন্যান্য শিশুর মতো শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর চারিদিকে তাকাতে সমস্যা হয়;
- কোন বস্তু, পদার্থ, মানুষের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধন করা, তার নড়াচড়া, গতিপথ অনুসরণ করা একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য অত্যন্ত দূরুহ;

- দুটি বস্তুকে পৃথক করবার ক্ষেত্রে সমস্যা: শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু দুটি পৃথক বস্তুকে আলাদা করে শনাক্ত করবার ক্ষেত্রে সমস্যায় পরে।
- অনুধাবনে সমস্যা: শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু কী দেখছে তা অনুধাবন করতে সমস্যায় পড়ে। এসকল শিশুর মধ্যে যাদের Cortical visual impairment রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ বিষয়;
- সামগ্রিকতা: শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু কোন ছবি বা এর অংশ অনুধাবনে সমস্যার সম্মুখীন হয়;
- তীর্যক দৃষ্টি (টেরা চোখ): তির্যক দৃষ্টি বা টেরা চোখের কারণে দুটি চোখ এক সাথে কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধন করতে পারে না। ফলে একটি বা দুটি চোখই উদ্দেশ্যহী ভাবে উপরে-নিচে, ডানে-বায়ে করতে থাকে;
- স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা: এটি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যখন শিশু কোন কিছুকে অনুধাবন করবার চেষ্টা করে তখন সে সেটির দিকে দীর্ঘ সময় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে;
- **Oculomotor Problems:** শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে দুচোখের দৃষ্টি কোন কিছুর প্রতি নিবন্ধ করবার ক্ষেত্রে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়;
- চোখের সমস্যা **(Nystagmus):** কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধন করা বা দেখার জন্য দুই চোখের যে সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর দৃষ্টি সেই সমন্বয় ক্ষমতা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ফলে কোন কিছু সুনির্দিষ্টভাবে দেখা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে;
- **Eye poking** বা চোখ রগরানো: এটি চোখের উদ্দেশ্যহীন ভাবে নড়াচড়াকে নির্দেশ করে। এর ফলে শিশু কোন কিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে এবং অনুধাবন করতে সমস্যায় পতিত হয়। চোখ রগরানো শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর একটি সাধারণ আচরণ। এটি সাময়িকভাবে তার দৃষ্টি শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে এবং দেখার ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে। এর ফলে শিশুর মধ্যে তীব্র আবেগ, নিজেকে কষ্ট দেওয়ার মতো আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এ অবস্থা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এর ফলে দৃষ্টি শক্তির স্থায়ী ক্ষতি সাধন হতে পারে, এমনকি সে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়তে পারে।

শ্রবণ শক্তি:

স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ পাঁচটি ইন্দ্রিয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এসকল ইন্দ্রিয়ের সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ রয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে যে সকল শব্দ, ধ্বনি উৎসারিত হয়ে থাকে, শ্রবণ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা তা

শুনে থাকি। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমরা কথা বলা শিখি। যদি শিশু শুনতে না পায় তবে সে কথা বলা শিখবে না। শিশুর যদি অল্প মাত্রায় শ্রবণ ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে তাও সে কথা বলা শিখবে।

যখন কোন শব্দ উৎপন্ন হয় আমরা তা শুনে অনুধাবন করতে পারি এটি কিসের শব্দ। এসকল শব্দ, যেমন- প্রকৃতির শব্দ, ট্রাফিক বা ঘরের আসবাবপত্রের শব্দ ইত্যাদির সাথে আমরা ধীরে ধীরে পরিচিত হই, খাপ খাইয়ে নিই এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অংশ হিসেবে গ্রহণ করি। শিখনের ক্ষেত্রে আমরা এ বিষয়গুলোকে বাদ দিতে পারি না। শিশুর জন্মগত অধিকার হচ্ছে তার যেটুকু দক্ষতা রয়েছে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা কোন শব্দ শ্রবণ করে যে সকল তথ্য পাই তার মাধ্যমে আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, মানুষজনকে বুঝতে চেষ্টা করি, ব্যাখ্যা করি এবং নিজেই একটি ধারণা দাড় করাই। একটা উদাহরণ দেয়া যাক- আমরা যখন কোন পাখির কিচির মিচির বা গরুর হাম্বা ডাক শুনি তখন আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি এটি পাখির কলরব বা গরুর ডাক। আমাদের চারপাশের মানুষের এটি বুঝতে আমাদেরকে সহায়তা করে থাকে। বাবা-মা অথবা পরিবারের কেউ শিশুকে জিজ্ঞাসা করে 'পাখির কিচির মিচির কি তুমি শুনেছ বা পাখি কীভাবে ডাকে? কিন্তু একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর ক্ষেত্রে কি ঘটে- তার ক্ষেত্রে এ ধরনের তথ্যের আদান প্রদান এক কথায় অসম্ভব। শিশুর শ্রবণ শক্তির ঘাটতির কারণে স্বাভাবিক শ্রবণ প্রক্রিয়া কাজ করে না।

নিচের বিষয়গুলো আমাদেরকে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আরো কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সাহায্য করবে-

- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর যতটুকু শ্রবণ শক্তি অবশিষ্ট থাক না কেন তার যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় প্রশিক্ষণের;
- কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু নির্দিষ্ট কোন কিছুর শব্দে সাড়া প্রদান করে। দেখা যায় ঐ শব্দ ছাড়া সে অন্য কোন শব্দে সাড়া প্রদান করছে না;
- **ভারসাম্য রক্ষায় সমস্যা:** ভারসাম্য যা ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে সমতাপূর্ণ অবস্থানকে নির্দেশ করে, তা আমাদের ভেস্টিবুলার সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। একই সাথে এটি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ভারসাম্য এবং ইন্দ্রিয় এর সমতা আমাদেরকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে, হাঁটতে, দৌঁড়াতে, চলাচল করতে সহায়তা করে। এই ভাস্টিবুলার সিস্টেম তার কজের জন্য শ্রবণ,দৃষ্টিসহ অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও কোষ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে উপরে নির্ভর করে থাকে। এটি আমাদের

ভারসাম্যের সাথে সাথে চলাচলকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ভাস্টিবুলারি সিস্টেম (Vistibulary System) এমন একটি ইন্দ্রিয়গত স্নায়ুতন্ত্র যা অন্যান্য স্নায়ুতন্ত্রের উপরে প্রভার বিস্তার করে এবং আমাদেরকে দৈনন্দিন কর্ম সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু তার শ্রবণ তন্ত্রের কাঠামোগত অসম্পূর্ণতার ফলে ভাস্টিবুলারি সিস্টেম (Vistibulary System) যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে সে ভারসাম্যহীনতায় আক্রান্ত হয়।

মোটর ও চলাচল (Motor and Mobility):

শিশু তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এর সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে থাকে। এর মধ্য দিয়ে সে মানুষ, বস্তু, আকার-আকৃতি, দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। যেসকল শিশু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠে তারা দেখে ও শুনে তার চারপাশের পরিবেশ, মানুষ সম্পর্কে জানতে পারে, যা তাকে কোন কিছু যথাযথভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করে। একই সাথে সে তার নিজের সক্ষমতা, চলাচলের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা পায়। শিশু যখন কোন মানুষ বা খেলনা দেখে, কোন কিছুর শব্দ শোনে তখন সে সেটি কাছে থেকে দেখতে চায়, অনুধাবন করতে চায়। এর মাধ্যমে শিশু বিভিন্ন বস্তুকে আলাদা করে চেনে, তাদেরকে সনাক্ত করতে পারে এবং কোন কিছু ব্যাখ্যা করতে শেখে। কিন্তু একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু অন্যান্য শিশুদের মতো এই ইন্দ্রিয়গুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়।

- মারাত্মক স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং প্রতিবন্ধিতা Motor ও চলাচলের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যার ফলে শিশুর বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। যা শিশুর আয়ুস্কালের উপরে প্রভাব ফেলে;
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর পক্ষে নিজে নিজেই পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। ফলে এ সম্পকে সে বেশি কিছু জানে না। একারণে দেখা যায় পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপরে তার তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ নেই;
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার কারণে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে পর্যাপ্ত মিথস্ক্রিয়ার অভাবে যথাযথ সম্পর্ক গড়ে উঠে না। ফলে সে নিজেকে, তার পরিবারের মানুষ, সমাজ, সমাজের মানুষ, পরিপার্শ্বিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়;
- অন্যান্য শিশুদের চেয়ে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের ধারনাগত বিকাশ এবং স্থান-দূরত্ব, নির্দেশনা সম্পর্কে ধারণায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক সম্পর্ক (Social Relationship):

একে অপরের সাথে বিভিন্ন ধরনের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলি। আমরা কী এমন একটি সমাজের কথা, পৃথিবীর কথা কল্পনা করতে পারি, যেখানে মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে; কারো সাথে কোন মিথস্ক্রিয়া নেই, সম্পর্ক নেই, কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। তাই বলা যেতে পারে পারস্পরিক যোগাযোগ, মিথস্ক্রিয়ার বাহ্যিক রূপই হচ্ছে সামাজিকীকরণ। এক্ষেত্রে একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের অন্যের সাথে যোগাযোগের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। ফলে সে তার চাহিদা, ভালো লাগা-মন্দ লাগা সহজেই অন্যের সাথে ভাগাভাগি করতে পারে না।

সামাজিকীকরণের বেশকিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচের বিষয়গুলো আমাদেরকে এই বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা পেতে সাহায্য করবে-

- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য সমাজের অন্যান্যদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সে সম্পর্ক যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। যেহেতু এসকল শিশু অন্যের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রক্রিয়া ব্যবহার না করে তাদের জন্য উপযোগী মাধ্যমে যোগাযোগ করে থাকে। ফলে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু ও যার সাথে যোগাযোগ করছে উভয়ই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে;
- যোগাযোগহীনতা ও বিচ্ছিন্নতা: পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যার কারণে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু নিজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে;
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে তেমন ধারণা থাকে না। বাড়িতে নির্দিষ্ট একটি গন্ডির মধ্যে তার পৃথিবী সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে প্রাত্যহিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে তার অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম থাকে;
- সামাজিক বৈষম্য: যোগাযোগ, পরিস্থিতি-পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদির সাথে পরিচিতি ও চলাচলের সমস্যার কারণে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর সামাজিকীকরণে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, সে বিভিন্ন সামাজিক কাজের অংশগ্রহণ করতে পারে না। একজন মানুষ যখন তার চারপাশে কি হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা পায় তখন সে সহজেই সেই কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করে, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ প্রতিবন্ধিতার কারণে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়;
- বিচ্ছিন্নতা: শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, অন্যান্যদেরকে এড়িয়ে চলে। ফলে সে সহজেই সমাজ, অন্যান্য মানুষ, পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যেহেতু শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর

সাথে যোগাযোগের জন্য কোন নির্দিষ্ট, একক পন্থা নেই, তাই অন্যান্যদের সাথে পরিচিত হতে, আলাপচারিতায় অস্বস্তিবোধ করে। ফলে এসকল শিশু সমাজের অন্যান্যদের থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আলাদা হয়ে পড়ে। এভাবেই অন্যান্যদেরকে এড়িয়ে চলা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর অভ্যাসে পরিণত হয়।

আচার-আচরণ (Behavioural):

মানুষ যখন কোন আচরণ করে তখন তার পিছনে কোন না কোন কারণ থাকে। দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতার সংমিশ্রণে মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি সহজে অন্যদের সাথে মিশতে পারে না। সে তার এই সমস্যা সম্পর্কে অবগত। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠবার প্রয়াসে ধীরে ধীরে আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। এক্ষেত্রে সে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে হয় নিজের মতো করে সময় পার করে অথবা সে তার আচরণে এমন পরবির্তন করে যা তাকে ঐ পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে। তাই পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের অনেক কিছুই করার প্রয়োজন হতে পারে। মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে নিজের সন্তুষ্টির জন্য সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। যা তাকে আনন্দ দেয়। অনেক সময়ই আমরা বিভ্রান্তি, ভয়কে জয় করবার জন্য আমাদের আচরণকে পাল্টে ফেলি, অন্য আচরণ করে থাকি। যা আমাদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে।

দেখতে বা শুনতে না পারা একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের জীবনে বিশাল শূন্যতা তৈরি করে। আমরা এমন একটা পৃথিবীর কথা চিন্তা করি যেখানে কোন মানুষই কথা বলতে পারে না, শুনতে পারে না। কেমন হতো সে পৃথিবী? আমাদের জন্য এটি চিন্তা করাও কঠিন ব্যাপার। এসকল সমস্যার কারণেই শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের আচরণ আমাদের কাছে বোধগম্য হয় না, অন্য রকম মনে হয়। এখানে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের এমন কিছু আচরণ উল্লেখ করা হলো -

- সে নিজেই নিজের মতো কিছু আচরণ করে, যেমন- চোখ পিট পিট করা, শরীর দোলাতে থাকে;
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু যেহেতু দেখতে ও শুনতে পারে না, তাই দেখে বা শুনে সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা বা শেখা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে আমরা যেভাবে খাদ্য গ্রহণ করি বা খাদ্য গ্রহণের প্রচলিত নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে অনুসরন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা স্পর্শের ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা কারণে কোন কোন খাবারের সংস্পর্শ সহ্য করতে পারে না;
- এসকল শিশুর ঘুমানোর ধরন সাধারণত অন্যরকম হয়ে থাকে;
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু তার চাহিদা, অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে থাকে। তার এই আচরণ আমাদের সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, আচরণের চেয়ে ভিন্নতর হয়ে থাকে। ফলে অনেক সময় এ আচরণ সমাজের কাছে অগ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে;
- একই ধরনের ইন্দ্রিয়গত সমস্যা থাকলেও এসকল শিশুর শিখন পদ্ধতি ও প্রয়োজন এক এক রকম;

এবার শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু ও মানুষের মধ্যে কী ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। তবে সকল প্রতিবন্ধী মানুষের মধ্যে এর সকল বৈশিষ্ট্যই একই সাথে পরিদৃষ্ট হবে এমনও নয়-

- পরিপার্শ্ব থেকে তথ্য পাবার জন্য আমরা যে সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়ে থাকি একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষেত্রে এসকল ইন্দ্রিয় যথাযথভাবে কাজ করে না। ফলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে সরাসরি তথ্য পাওয়া তার জন্য কঠিন হয় । যা তার মধ্যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়;
- একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের গন্ডি তার নিজের পরিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে সে যা শেখে,মিথস্ক্রিয়া করে, তা সংগঠিত হয় তার পরিচিত পরিবেশের মধ্যেই। শিশু যখন তার এই পরিচিত পরিবেশের বাইরে যায় তখন তার এই শিখন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে;
- কৌতুহলের মতো অনেক সহজাত প্রবৃত্তির ঘাটতি দেখা যায়;
- কোন ঘটনায় কী করা প্রয়োজন তা বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে;
- পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিখন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষেত্রে কাজ করে না;
- দলগতভাবে কোন নির্দেশনা প্রদান করা হলে তা থেকে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ কোন ধরনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না।